ভারতে হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে ৫ রোগীর মৃত্যু

ভারতের ছত্তিশগড় রাজ্যের রায়পুরের একটি হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে পাঁচ রোগী মারা গেছেন।

শনিবার রাতে শহরটির রাজধানী হাসপাতালের তিনতলায় আগুন লাগে বলে ভারতীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে। তবে আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এবং হাসপাতালটির অন্য রোগীদের আশপাশের হাসপাতালগুলোতে সরিয়ে নেওয়া হয়।

পুলিশ কর্মকর্তা তারকেশ্বর প্যাটেল বরেণ, আগুন লেগে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। অন্য রোগীদের অন্যান্য হাসপাতালগুলোতে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবে কীভাবে হাসপাতালটিতে আগুন লাগল সে বিষয়ে তিনি কিছু জানাতে পারেননি।

হাসপাতালটির মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ এনে একটি মামলা করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

মারা যাওয়া প্রত্যেকের পরিবারকে চার লাখ রুপি করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভুপেশ বাঘেল।

গবেষণায় প্রকাশিত; করোনা বায়ুবাহিত রোগ

লালা বা ড্রপলেটের তুলনায় বাতাসের মাধ্যমেই করোনাভাইরাস ছড়ায় অনেক বেশি। বিশ্বখ্যাত চিকিৎসা সাময়িকী ল্যানসেটে প্রকাশিত এক নিবন্ধে এই তথ্য জানিয়েছেন একদল গবেষক।

সার্স-কোভ-২ ভাইরাস, বা করোনাভাইরাসের ছড়ানো নিয়ে সম্প্রতি

গবেষণা করেছেন যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার ছয় জন গবেষকের একটি দল। দলের অন্যতম সদস্য যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো বৌল্ডার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং কো অপারেটিভ ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ ইন এনভায়ার্নমেন্টাল সায়েন্সের (সিআইআরইএস) রসায়নবিদ জস লুইস জিমেনেজ, ‘আমাদের গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য বলছে, লালা বা ড্রপলেটের তুলনায় বাতাসে এই ভাইরাসটি অনেক দ্রুত ও অবাধে ছড়ায়।’

জিমেনেজ বলেন, ‘আমাদের মতে, করোনাভাইরাস ছড়ানোর বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিভিন্ন দেশের সরকারি স্বাস্থ্য সেবা কর্তৃপক্ষ যে ব্যাখ্যা দিয়েছে, তাতে অবিলম্বে এই তথ্যটি অন্তর্ভূক্ত করা উচিত এবং কিভাবে ভাইরাসটির বায়ুবাহিত সংক্রমণ কমানো যায়— এ ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।’
গবেষক দলের সদস্যরা তাদের নিবন্ধে আরো বলেছেন, করোনায় আক্রান্ত মৃদু উপসর্গের রোগী অর্থাৎ যাদের ঘন ঘন হাঁচি বা কাশির মতো উপসর্গ নেই—তারা ভাইরাসটি ছড়ানোর ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ভূমিকা রাখেন। বিশ্বজুড়ে মোট সংক্রমণের অন্তত ৪০ শতাংশ ঘটেছে এই মৃদু উপসর্গের রোগীদের কারণে।

বাতাসে এই ভাইরাসটির সংক্রমণের হার এত বেশি যে, হোটেলে পাশাপাশি কক্ষে থাকা লোকজন একে অপরের কাছাকাছি না এলেও শুধু বায়ুবাহিত কারণে এই ভাইরাসটি এক কক্ষ থেকে অপর কক্ষে থাকা লোকজনের দেহে প্রবেশ করতে সক্ষম।

করোনা মহামারির শুরুর দিকে বিশেষজ্ঞদের একাংশ যদিও বলেছিলেন, লালা বা থুথুর (ড্রপলেট) মাধ্যমে এই ভাইরাসটি ব্যপকভাবে ছড়ায়, তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় এর পক্ষে তেমন জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন এই গবেষক দলের সদস্যরা।

গবেষকদলের প্রধান ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ট্রিশ গ্রিনহালফ বলেন, ‘মহামারির শুরু থেকেই ঘন ঘন হাতধোওয়া এবং আশপাশের পরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারটিতে জোর দেওয়া হচ্ছে। এগুলো গুরুত্বপূর্ণ, তবে তারচেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই রোগের বায়ুবাহিত সংক্রমণ রোধে কার্যকর উপায় বের করা।’
‘কারণ বায়ুবাহিত হওয়ার কারণে এ রোগে আক্রান্ত রোগীর থেকে দূরে থাকা স্বত্বেও তার দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন যে কোনো সুস্থ মানুষ। এমনকি বাসায় অবস্থান করেও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এমন বেশ কিছু নজির আমরা পেয়েছি। এ কারণে আমরা বলব, বাইরে বেরোনোর

সময় তো বটেই, ঘরে অবস্থান করার সময়ও যতক্ষণ সম্ভব মাস্ক পরে থাকা উচিত।’

গবেষক দলের সদস্য যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া সান ডিয়াগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবানুবিশেষজ্ঞ কিমবার্লি প্রাথার বলেন, ‘আমরা যেহেতু জানতে পেরেছি, এই ভাইরাসটি প্রধানত বায়ুবাহিত, এখন সেটিকে আমরা সেইভাবে মোকাবিলাও করতে পারব। বিভিন্ন দেশ শুরু থেকেই এভাবে ভাইরাসটি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে এবং অনেকটা সফলও হয়েছে। আমরা তাদের অনুসরণ করতে পারি।’

সূত্র: এনডিটিভি

এক দিনে করোনায় আরো ১০১ জনের মৃত্যু

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরো ১০১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এটাই দেশের একদিনে সর্বাধিক মৃত্যু। গতকাল শুক্রবারও করোনায় ১০১ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

ভারতে ফের রেকর্ড, ২৪ ঘণ্টায় শনাক্ত ২ লাখ ৩৪ হাজার

ফের একদিনে করোনা শনাক্তের রেকর্ড ভাঙলো ভারতে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে নতুন রোগী পাওয়া গেছে দুই লাখ ৩৪ হাজার ৬৯২ জন। একইসময়ে মারা গেছেন এক হাজার ৩৪১ জন। শনিবার (১৭ এপ্রিল) এ খবর দিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভি। এখন পর্যন্ত ভারতে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এক কোটি ৪৫ লাখ ছাড়িয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ১১টি রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আজ এক বৈঠকে বসবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষবর্ধন। এদিকে মহারাষ্ট্রে নতুন রোগী পাওয়া গেছে ৬৩ হাজার ৭২৯ জন। দিল্লিতে এই সংখ্যা ১৯ হাজার ৪৮৬। বিভিন্ন রাজ্য এখনো ভ্যাকসিন সংকটের কথা জানাচ্ছে।

আরও পড়ুন:
বিশ্বে গত একদিনে করোনায় মৃত ১৩ হাজার, আক্রান্ত ৮ লাখ

এই সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চ সংক্রমণশীল ১২টি রাজ্য চিহ্নিত করেছে। এগুলো হলো: মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, ছত্তিশগড়, কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং রাজস্থান।

রাজ্যগুলোর মধ্যে দিল্লি, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশে সাপ্তাহিক ছুটির নিষেধাজ্ঞাগুলি ফিরে এসেছে। অন্যদিকে মহারাষ্ট্র এই সপ্তাহের শুরুতে ১৫ দিনের জন্য কঠোর নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছে।

করোনায় দেশে প্রথম শতাধিক লোকের মৃত্যু

মহামারি করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ১০১ জনের মৃত্যু হয়েছে।এ নিয়ে দেশে করোনায় প্রাণ হারালেন মোট ১০ হাজার ১৯২ জন। আর গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাণঘাতি ভাইরাসটি ধরা পড়েছে ৪ হাজার ৪১৭ জনের শরীরে।

শুক্রবার বিকালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেওয়া তথ্যে এসব জানা গেছে।এর আগে গত বৃহস্পতিবার (১৫ এপ্রিল) ৯৪ জনের মৃত্যুর খবর দেয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।তার আগে সর্বাত্মক লকডাউনের প্রথম দিন ৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল।যা এ যাবতকালে দেশে করোনায় একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যু।

কোভিড-১৯: ভারতে একদিনেই প্রায় ১২০০ মৃত্যু

করোনাভাইরাসে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে ভারত। দেশটিতে একদিনেই প্রায় ১২০০ মানুষ মারা গেছেন।

করোনাভাইরাস মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ে দেশটিতে পর পর তিন দিন দৈনিক মৃত্যুর পরিসংখ্যান সহস্রাধিক ছাড়িয়ে গেছে।

ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে শুক্রবার এই তথ্য জানিয়েছে দেশটির নির্ভরযোগ্য গণমাধ্যম এনডিটিভি ও টাইমস অব ইন্ডিয়া।

এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, ভারতে গত একদিনে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২ লাখ ১৭ হাজার ৩৫৩ জন। এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাড়ালো ১ কোটি ৪২ লাখ ৮৭ হাজার ৭৪০ জনে। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ১১৮৫ জনের। এ নিয়ে মৃত্যুর পরিসংখ্যান বেড়ে ১ লাখ ৭৪ হাজার ৩০৪ জন হয়েছে।

করোনা আক্রান্তের সংখ্যায় বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের পরই ভারত। টানা দ্বিতীয় দিনের মতো দেশটিতে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা ২ লাখ ছাড়াল৷ বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ভারতে অনেক বেশি দ্রুত গতিতে ছড়াচ্ছে করোনাভাইরাস। পরিস্থিতি ক্রমশই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ভারতের দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাকেও বাড়িয়ে দিয়েছে। পর পর ৩ দিন হাজার ছাড়িয়েছে দৈনিক মৃত্যু। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে দেশটিতে মারা গেছে এক হাজার ১৮৫ জন। মহামারি শুরুর পর দেশটিতে করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১ লাখ ৭৪ হাজার ৩০৮ জন। গত মার্চের শুরুতেও দেশটির দৈনিক মৃতের সংখ্যা ছিল ১০০-১৫০ ঘরে।

ভারতে করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১ কোটি ২৫ লাখ ৪৩ হাজার ৯৭৮ জন। সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১৫ লাখ ৬৩ হাজার ৫৮৮

জন। সুস্থতার হার ৯০ দশমিক ৮ শতাংশ। আর এখনও পর্যন্ত দেশটিতে কোভিড-১৯ টিকা নিয়েছেন ১১ কোটি ৪৪ লাখ ৯৩ হাজার ২৩৮ জন।

ভারতের রাজ্যগুলোর মধ্যে মহারাষ্ট্র, কেরালা, দিল্লি এবং কর্ণাটকের দৈনিক সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি।

কর্নাটক ও নয়াদিল্লিতে করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ। ১৪৭৩৮ জন আক্রান্ত হয়েছেন কর্নাটকে। আর দিল্লিতে গত ২৪ ঘণ্টায় ১৬ হাজার ৬৯৯ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। নয়াদিল্লির রাজ্য সরকার রাত্রিকালীন কারফিউ জারি করেছে, বন্ধ রেখেছে শপিং মল।
দেশটিতে করোনার টিকাদান কর্মসূচি পুরোদমে চলছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ২৭ লাখ মানুষকে টিকা দেওয়া হয়েছে।

করোনায় আরেক নক্ষত্রের পতন, চলে গেলেন শামসুজ্জামান খান

কোভিড-১৯ মহামারিতে আরও এক নক্ষত্রের পতন হয়েছে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান।

করোনা পজিটিভ হওয়ার পর বেশ কিছুদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।

বুধবার দুপুর আড়াইটার দিকে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বলে জানিয়েছেন বাংলা একাডেমির সচিব এ. এইচ এম লোকমান।

বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক শামসুজ্জামান খানের বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি স্বাধীনতা পদক পদক ও একুশে পদকে ভূষিত।

মেহেরপুরে করোনায় আরও এক জনের মৃত্যু, আক্রান্ত ৩ জন

মেহেরপুরে প্রাণঘাতী করোনো ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মোমেজান নেছা
(৭০) নামের আরো এক জনের মৃত্যু হয়েছে।

তিনি মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি কুষ্টিয়া সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন। এ নিয়ে জেলায় মৃত্যুর সংখ্যা দাড়ালো ১৮ জনে।

এ দিকে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩ জন। এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা রোগী দাঁড়াল ১৪ মার্চ ২০২১ থেকে আজ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ১০৯ জন। এ পর্যন্ত সর্বমোট পজিটিভ ৮৭৯ টি।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন জানান, ফলাফল এসেছে ২৩ টি। এর মধ্যে নতুন করে ৩ জন (সদরে- ২, গাংনীতে- ১) করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। নমুনা পাঠানো হয়েছে ২২ টি।

এ নিয়ে মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা বর্তমানে পজিটিভ সংখ্যা ৫৭(সদরে- ২৮, গাংনীতে- ২১, মুজিবনগরে- ৮) জন।

এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৬৩৪৫ টি। মৃত্যু- ১৮ জন (সদর- ৯, গাংনী- ৭, মুজিবনগর- ২), সুস্থ্য- ৭৩৯ জন, ট্রান্সফার্ড- ৬৩ জন।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয় মেহেরপুর শহরের বড়বাজারের নাজিমন নেছা (৮০), ২ নম্বর ওয়ার্ডের মারুফুজ্জামান (৪০) ও গাংনী উপজেলা হাড়াভাঙার গ্রামের মহিবুল (৬৪)।

সবাইকে সামাজিক দূরত্ব মেনে নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস বজায় রাখাসহ মাস্ক ব্যাবহার, জন সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন।

মেহেরপুরে নতুন করে ৪ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে প্রাণঘাতী করোনো ভাইরাসে আরো ৪ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা রোগী দাঁড়াল ১৪ মার্চ ২০২১ থেকে গতকাল পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ১০৬ জন। এ পর্যন্ত সর্বমোট পজিটিভ ৮৭৬ টি।
গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন জানান, ফলাফল এসেছে ১৪ টি। এর মধ্যে নতুন করে ৪ জন (সদরে-২, মুজিবনগরে- ২) করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। নমুনা পাঠানো হয়েছে ১২ টি।
এ নিয়ে মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা বর্তমানে পজিটিভ সংখ্যা ৬২ (সদরে- ৩৩, গাংনীতে- ২১, মুজিবনগরে- ৮) জন।
এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৬৩২২ টি। মৃত্যু- ১৮ জন (সদর- ১০, গাংনী- ৬, মুজিবনগর- ২), সুস্থ্য- ৭৩২ জন, ট্রান্সফার্ড- ৬৩ জন।
ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয় মেহেরপুর শহরের বোষপাড়ার সাদিয়া ইসলাম (২৫), মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাসের জামাল উদ্দিন (৭০), লামিয়া খাতুন (০৭)।
সবাইকে সামাজিক দূরত্ব মেনে নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস বজায় রাখাসহ মাস্ক ব্যাবহার, জন সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন।

করোনায় সব রেকর্ড ভেঙ্গে

মৃত্যু ৮৩ জনের

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৮৩ জনের। এটি দেশের ইতিহাসে এক দিনে সর্বোচ্চ মৃত্যুর সংখ্যা। এনিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো নয় হাজার ৮২২ জন। এদিকে গেল ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন সাত হাজার ২০১ জন। এনিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৬ লাখ ৯১ হাজার ৯৫৭ জন।

সোমবার করোনাভাইরাস নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন চার হাজার ৫২৩ জন। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত সুস্থ হলেন পাঁচ লাখ ৮১ হাজার ১১৩ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় করোনার নমুনা সংগৃহীত হয়েছে ৩৬ হাজার, আর নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৩৪ হাজার ৯৬৮টি। দেশে এখন পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৫০ লাখ ৩৭ হাজার ৮৩৩টি। এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষা করা হয়েছে ৩৭ লাখ ৫৯ হাজার ৬৩৬টি আর বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষা করা হয়েছে ১২ লাখ ৭৮ হাজার ১৯৭টি।

গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা শনাক্তের হার ২০ দশমিক ৫৯ শতাংশ এবং এখন পর্যন্ত শনাক্তের হার ১৩ দশমিক ৭৪ শতাংশ। ২৪ ঘণ্টায় শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৮৩ দশমিক ৯৮ শতাংশ এবং শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুহার এক দশমিক ৪২ শতাংশ।